আলমডাঙ্গায় সড়কে গাছ ফেলে বাসে ডাকাতি

আলমডাঙ্গায় রাস্তায় গাছ ফেলে পূর্বাশা পরিবহন ও নদীয়া ডিলাক্স দু’টি বাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কের বন্ডবিল পৌর সিমানার সন্নিকটে বৃহস্পতিবার ভোরে এঘটনাটি ঘটে। এছাড়াও আম বাহী ট্রাকও ডাকাতির কবলে পড়ে। দুটি বাসে থাকা যাত্রীসহ ট্রাকের ড্রাইভারের নিকট থেকে প্রায় ১৮/২০ লক্ষাধিক টাকা লুটপাট করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানাযায়।

জানাযায়, আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে ঢাকা গামী পূর্বাশা পরিবহন ও নদীয়া ডিলাক্স যাত্রী নামিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে আলমডাঙ্গা বাস টার্মিনালের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে। প্রথমে নদীয়া ডিলাক্সের গাড়ির সামনে আলমসাধু ও গাছ ফেলে গাড়িটি গতিরোধ করে। পরে গাড়িতে থাকা যাত্রীদের জিম্মি করে নেয়। পরবর্তীতে পূর্বাশা পরিবহন আসলে ওই বাসও ডাকাতদলের সদস্যরা আটকে তান্ডব তালায়। এসময় ঢাকার চারজন যাত্রীর নিকট গরু কেনার ৮ লাখ টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাটি জরুরি তথ্য সেবা ৯৯৯ এ ফোন করে পুলিশকে জানায় যাত্রীরা।

ওই বাসের যাত্রী ভুক্তভোগী বকুল হোসেন জানান, ঢাকা থেকে পূর্বাশা পরিবহনের একটি বাসে আলমডাঙ্গায় ফিরছিলো। ভোরে বন্ডবিলের নিকট রাস্তার পাশে গাছ কেটে বেরিকেড দেয় ডাকাত দলের সদস্যরা। এ সময় বাসটি থামলে ডাকাতরা বাসে উঠে আমার কাছে থাকা ২৮ হাজার টাকা সহ যাত্রীদের কাছ থেকে নগত টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী কয়েকজন যাত্রী জানান, ভোর রাতে বাড়িতে ফেরার জন্য জেগে ছিলাম। আলমডাঙ্গা টার্মিনালের নিকট থেকে ৩ কিলোমিটার দুরে হঠাৎ বাস থেমে যায়। ৭/৮ ব্যাক্তি হাফপ্যান্ট পরিহিত ও মুখে গামছা বেঁধে বাইরে থেকে চিৎকার দিয়ে বাসের গেট খুলতে বলে। ভয়ে বাসের গেট খুললে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। কাছে থাকা সকলের নিকট থেকে টাকা ও স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়।

এদিকে, গত বুধবার রাত ৯ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার পুটিমারী- নাগদাহ সড়কে গাছ ফেলেও ডাকাতির ঘটনাটি জানাযায়। ১৫/২০ জন

অটোবাইক, মোটরসাইকেল ও গরুর গাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এতে নগত অর্থ সহ স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিয়ে যায় ডাকাতদলের সদস্যরা। খবর পেয়ে রাতেই মুন্সিগঞ্জ ও ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। একজনের টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে জেনেছি। অভিযুক্তদের সনাক্তের চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় কৃষকলীগ নেত্রী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় সাবেক কৃষকলীগের সভানেত্রী সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার এরশাদপুর চাতাল মোড় থেকে আটক করে পুলিশ।

জানাযায়, বুধবার সকালে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর পর্যন্ত ছাত্রদের অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষা চলছিলো। একই দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষার দিন ছিল। অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষা নিতে দেরি হচ্ছিলো। সে সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিলো। এরমধ্যে সামসাদ রানুর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অর্ক ছিলো। তার গায়ে রোদ লাগার কারণে সে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসতেই কলার চেপে ধরে টানতে টানতে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষের দিকে নিয়ে যায়। সেখানে কিলঘুষি সহ পায়ের স্যান্ডেল খুলে শিক্ষককে মারপিট করে। ভুক্তভোগী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে বুধবার বিকেল ৫ টায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন ।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত অপমানকর। আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। স্কুলের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যার আমাকে ডেকেছিল। তার সাথে পরামর্শ করে আইনগত ভাবে বিকেলে থানায় মামলা দায়ের করেছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, শিক্ষকের দায়েরকৃত মামলায় সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় আজ (বৃহস্পতিবার) কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে জুতা পেটা করলো আওয়ামীলীগের নেত্রী

স্কুলের ছাত্ররা রোদ্রে বাহিরে দাড়িয়ে থাকায় ক্ষোভে প্রধান শিক্ষককে জুতা পেটা করলেন আওয়ামীলীগ নেত্রী সামসাদ রানু। তিনি সাবেক আলমডাঙ্গা পৌরসভার প্যানেল মেয়র। ঘটনাটি আলমডাঙ্গা সরকারি বহুমুখী পাইলট বালক বিদ্যালয়ে ঘটেছে। প্রধান শিক্ষককে অফিসে প্রবেশ করে জুতা পেটা করার ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে।

এঘটনায় রিপোর্ট লেখাপর্যন্ত আইনগত ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খাঁন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সামসাদ রানু ওরফে রাঙা ভাবি। গত কয়েক দিনে তীব্র দাবদহে অতিষ্ঠ জনজিবন। প্রাথমিক স্কুল গুলো বন্ধ থাকলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল স্কুল চলমান রয়েছে। সামসাদ রানুর ছেলে অর্ক সে ওই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। বুধবার সকালে সামসাদ রানু তার ছেলের কাজের বিষয়ে স্কুলে

আসেন। স্কুল সাড়ে সকাল ৯ টার বাজলেও কোন কক্ষ খোলা হয়নি। কিছুক্ষণ পর স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবেশ করলে হঠাৎ চড়াও হয় সামসাদ রানু। ধাক্কা দিতে দিতে অফিস কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে প্রধান শিক্ষকে চড়-থাপ্পড় মারতে থাকে একপর্যায়ে তার পায়ের স্যান্ডেল খুলে মারতে থাকে। এতে প্রধান শিক্ষক শারীরিক ও মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত হয়। ঘটনার পরপরই স্কুলের শিক্ষকেরা চড়াও হলে সামসাদ রানু ছটকে পড়ে। মুহুর্তে এঘটনাটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

ভুক্তোভোগী প্রধান শিক্ষক রবিউর ইসলাম খান বলেন, বিদ্যালয়ের মধ্যেই সবার সামনে সামসাদ রানুর আমাকে লাঞ্চিত করেছেন। মারধর করেছেন।

তিনি আরো বলেন, বিদ্যালয়ের অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষা নেয়া হচ্ছিল। একই দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষার দিন ছিল। অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষা নিতে দেরি হচ্ছিল। সেই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিল। এরমধ্যে সামশাদ রানুর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অর্ক ছিল। তার গায়ে রোদ লাগার কারণে আমি বিদ্যালয়ে আসতেই আমাকে কলার চেপে ধরে টানতে টানতে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষের দিকে নিয়ে যান। আমাকে কিলঘুষি মারতে থাকেন। তার পায়ের জুতা খুলেও মারধর করে।

আকস্মিক মারধরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। আমি বয়স্ক মানুষ। এমনিতেই শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছি। পরিক্ষার শেষে আমি বাড়ি চলে এসেছি। বিষয়টি মোবাইলে ইউএনওকে জানিয়েছি।

অভিযুক্ত সামসাদ রানু বলেন, বিদ্যালয়ের কক্ষ না খোলায় আমার ছেলে সহ প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থী সকাল ৯টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিল। তীব্র তাপদহে শিক্ষার্থীরা হাসফাস অবস্থা। সোয়া ১০টার পর প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয়ে আসলে আমি তার নিকট গিয়ে কক্ষের তালা খোলার কথা বলি। তিনি জানান, এই দায়িত্ব আমার না, সহকারি প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস ও কর্মচারি সিদ্দীকের। তিনি আমাকে উলটো বলেন, সহকারি প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্যরা আপনাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে। আমি তার জবাবে বললাম আমি এখানে কোন নেত্রী হিসেবে না, আমি অভিভাবক হিসেবে এসেছি। এরপরই আমি তার জামার কথা চেপে ধরে টেনে নিয়ে “তালা খোল” কক্ষের তালা খুলাইছি। তখন শিক্ষার্থীরা স্কাসে বসে।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রনি আলম নূর বলেন, এই বিষয়টি লোক মারফতে জেনেছি। প্রধান শিক্ষকও আমার নিকট মোবাইল করেছিল। আমি তাকে আমার কার্যালয়ে আসতে বলেছি। কেউ যদি অন্যায় করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন। তবে কাউকে মারধর করাটা এটা চরম অন্যায়। অভিযোগ প্রমানিত হলে ওই নারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ৯৯৯ এ কল/ চার ছাত্রকে উদ্ধার করলো পুলিশ

আলমডাঙ্গার হারদিতে তুচ্ছ ঘটনায় চার কলেজ শিক্ষার্থীকে বেধড়ক পিটিয়ে জখমের অভিযোগ উঠেছে ইন্টারনেট ব্যবসায়ী মিন্টুর বিরুদ্ধে।

গত রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে হারদি এলাকার ডিসমোড়ে একটি ছাত্রাবাসে এ ঘটনা ঘটে। আহত চার কলেজ শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

আহত কলেজ ছাত্ররা হলেন, সিয়াম উদ্দিন, নাঈম, শুভ ও ইমরান। এরা প্রত্যেকে আলমডাঙ্গার হারদী এম,এস জোহা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী।

ভুক্তোভোগী ছাত্ররা বলেন, আমাদের ছাত্রাবাসে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা কার্নিভাল প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট ব্যবহার করে আসছি। এই প্রতিষ্ঠানের অনু ডিভাইজ (অপটিক্যাল সিগন্যাল কে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল এ রূপান্তর করে) ঘরের মধ্যে থাকায় বাইরে দেয়ার জন্য দীর্ঘদিন যাবত স্থানীয় প্রতিনিধি মিন্টুকে তাগিদ দেয়া হয়। রোববার রাতে অনু ডিভাইজ সরিয়ে নেয়ার জন্য ১ হাজার টাকা সার্ভিজ চার্জ দাবি করে। অতিরিক্ত চার্জ দিতে আপত্তি করলে

মিন্টুর সঙ্গে আমাদের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে মিন্টুর হাতে থাকা লোহার সেলাই রেঞ্জ দিয়ে শিক্ষার্থী সিয়ামের মাথায় আঘাত করে। এতে তার মাথা ফেটে যায়। পরে শিক্ষার্থী নাইম, শুভ ও ইমরানকে হাত দিয়ে কিল ঘুষি মেরে আহত করে।

বিষয়টি তাৎক্ষনিক জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে আমাদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়।

আহত সিয়াম উদ্দিনের মামা নজির উদ্দিন বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার ভাগ্নের উপর হামলা করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে মিন্টু। হারদি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার মাথায় সিটিস্ক্যান করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ।

ইন্টানেট ব্যবসায়ী মিন্টু বলেন, সার্ভিস চার্জ ১হাজার টাকা বলায় শিক্ষার্থীরা আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা করে। এতে আমার হাত কেটে গেছে। আমিও পালটা হামলা করেছি।

আলমডাঙ্গায় পশুহাটের সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

পরিচ্ছন্ন পৌর-নগরীতে জনদুর্ভোগ কমাতে মৎস্য প্রাণীসম্পদ অধিদফতরের উদ্যোগে মাছ মাংস ও ছাগল বিক্রয়ের নতুন সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় পৌর শহরের পশুহাট প্রাঙ্গণে পাইকারি মাছ মাংস ও ছাগল বিক্রয়ের সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন মেয়র হাসান কাদির গনু।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বাড়তে শুরু করেছে যানবাহন ও জনবসতি। বহুতল ভবন নির্মাণের পাশাপাশি সংকুচিত হয়ে পড়েছে সড়ক পথ। ইতোমধ্যে আলমডাঙ্গা পৌর শহরে মাছের পাইকারি ও সাপ্তাহিক দু’টি হাট বসানো হত পৌরসভা সন্নিকটে। ওই স্থানের

নির্মিত আড়ৎ ঘর গুলো ভেঙে তৈরি করা হচ্ছে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম। এরই কারণে উপজেলা মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ অধিদফতরের উদ্যোগে ৬টি সেড নির্মাণ করা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পশুহাট প্রাঙ্গণে দু’টি সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু। নির্মাণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে কুষ্টিয়া জেলার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স নুর কনকট্রাকশন। এছাড়াও পর্যায়ক্রমে ৪ টি সেড নির্মাণ করা হবে খুচরা বিক্রেতাদের জন্য। দু’টি মাছ ও দু’টি মাংস ব্যবসায়ীদের জন্য আধুনিক ভাবে নির্মাণ করা হবে সেড গুলো। এসব নির্মাণ কাজে ৬টি সেডের অর্থায়ন করছে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ অধিদফতর। দীর্ঘদিন মাছ ও মাংস বিক্রেতা ক্রেতাদের ভোগান্তির কারণ হচ্ছে ময়লা ও জলাবদ্ধতা। এদুটি দিক খেয়াল রেখেই নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন নিয়ে মিলন, সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, বিশিষ্ট উদ্যোক্তা হিমেল, মেসার্স নুর কনস্ট্রাকশন এর স্বত্বাধিকারী জিহাদ হোসেন, পৌরসভার প্যানেল মেয়র কমিশনার মুজিবুল হক, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, বণিক সমিতির ক্যাশিয়ার আলাউদ্দিন, নুর কনস্ট্রাকশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার ওয়াহেদ হোসেন, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, আওয়ামী লীগ নেতা জুয়েল চৌধুরী প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল-মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ; আহত ১

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোটরসাইকেল আরোহী সেলিম রেজা তপন মাইক্রোবাসের ধাক্কায় আহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার দুপুরের দিকে আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের যাদবপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারাত্মক আহতাবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সেলিম রেজা তপন যাদবপুর গ্রামের মৃত সোবহান মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান,কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপন দুপুরের দিকে হারদীর থেকে মোটর সাইকেলযোগে আলমডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। যাদবপুর মোড়ের নিকট মসজিদের সামনে পৌঁছালে দুর্গাপুরের দিকে থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে সেলিম রেজা তপনের মুখে আঘাত লেগে রক্তাক্ত জখম হয়।

এ সময় তার জিকসার মোটর সাইকেলে দুমড়ে মুচড়ে যায়। মারাত্মক আহত তপনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে হারদী হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। পরে তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহের শুভ উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ /২০২৩’র শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আব্দুল হামিদ বিশ্বাস, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিটন কুমার বিশ্বাস, মিল-চাতাল মালিক সমিতির সভাপতি আশরাফুল হক, সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল ক্যাপ, বিশিষ্ট মিল-চাতাল ব্যবসায়ী পিন্টু মিয়া প্রমুখ।

প্রধান অতিথি রনি আলম নূর বলেন, আমরা সবাই জানি, এখানে যে

চালগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে এগুলো সরকার তৃণমুল বা গরীব মানুষের মধ্যে পৌছে দেয়। এই চাল বা ধান গুলো যারা দেবেন তারা অবশ্যই দেখে দিবেন এবং যারা কর্মকর্তা আছেন আপনারাও দেখে নিবেন যাতে মান সম্মত চাল বা ধান হয়। আর যারা ব্যবসায়ী বা মিল মালিক আছেন তারাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করবেন।

উল্লেখ্য এ মৌসুমে ১ হাজার ৪শ’ মেট্র্রিক টন চাল ক্রয় করা হবে। চালের সরকারী মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৪ টাকা, মোট ২১ জন মিল-চাতাল মালিক এ চাল সরবরাহ করবেন। এ ছাড়াও ৯শ’ ৪৫ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হবে।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বাল্যবিবাহ, মাদক প্রতিরোধ দুর্নীতি বিরোধী ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে কোনো জঙ্গি-সন্ত্রাসীদের স্থান হবে না। এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর যারা তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করে বিপথে চালিত করছে, তাদের কেউ-ই বিচারের হাত থেকে রেহাই পাবে না। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ ও মাদকাসক্তের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, আইনে বাল্যবিবাহকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেকোনো মূল্যে এটি প্রতিহত করতে হবে। বাল্যবিবাহ একটি মেয়ের বড় হওয়ার পথে সব থেকে বড় বাধা।

ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর, উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, এসআই সঞ্জিত কুমার। ইউপি সচিব জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায় উপস্থিত ইউপি সদস্য মানোয়ার হোসেন, শরিফুল ইসলাম, বদর উদ্দিন, নাভলু রহমান, আনিসুর রহমান, আফাজ উদ্দিন, নাসিমা খাতুন, মাসুদা খাতুন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার গ্রাম্য সালিশে সাক্ষ্য দেয়ায় বৃদ্ধাকে কুপিয়ে হত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুরে ৩’শ বিঘা জমির ভুট্টাক্ষেত সহ পান বোরজে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় গ্রাম্য সালিশে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সাক্ষ্য দেয়ায় বৃদ্ধাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি গতকাল সোমবার রাত ১০ টায় শিয়ালমারী ঘটেছে।

এঘটনায় অভিযুক্ত শিয়ালমারী গ্রামের জিন্নাহ আলীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিহত বৃদ্ধা উপজেলার শিয়ালমারি গ্রামের উত্তরপাড়ার ফজলুর রহমানের স্ত্রী ঈশারন খাতুন। এছাড়াও আটককৃত ব্যক্তি একই গ্রামের মৃত শামসুদ্দিন মণ্ডলের ছেলে জিন্নাহ আলী।

ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ।

এলাকাসূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়নের শিয়ালমারী বানাতখাল মাঠে গত ১৩ এপ্রিল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ৩’শ বিঘা জমির ভুট্টাখেতসহ পানের বরজ পুড়ে ভস্কিভুত হয়ে যায়। অভিযুক্ত জিন্নাহ আলী তার নিজের ভুট্টাখেতে আগুন দিলে সেই আগুনের সূত্রপাত থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

এতে ৩০০ বিঘা ভুট্টাক্ষেত সহ পান বোরজ পুড়ে যায়। ওই ঘটনার

প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সাক্ষ্য দেন বৃদ্ধা ঈশারন খাতুন। এতে গ্রাম্য সালিশে জিন্নাহ আলীকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ ঘটনার জের ধরে গত সোমবার (২২ মে) রাতে ঈশারন খাতুনকে একা পেয়ে তার নিজ বাড়ির সামনে তাকে নির্মমভাবে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে জিন্নাহ।

বৃদ্ধার আত্নচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করে হাসপাতাল কতৃপক্ষ। বৃদ্ধা ঈশারনকে মঙ্গলবার সকালে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী নেবার সময় তার মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, এ ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত জিন্নাহকে আটক করা হয়েছে। মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির ১৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

গ্রেপ্তারকৃত সহকর্মীদের দেখতে গিয়ে আটক হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু। আজ শনিবার সকালে থানা প্রাঙ্গণ থেকে তাকে আটক করা হয় বলে দাবি করে স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

এছাড়াও ২০২২ সালের নাশকতা মামলায় আটক করা হয়েছে উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলামসহ এর বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আরো ১৬ নেতাকর্মীকে। এঘটনায় তিব্র নিন্দা জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন- জিল্লুর রহমান ওল্টু (৫৬), রফিকুল ইসলাম (৪২), উজ্জ্বল হোসেন (৩৫), আব্দুল আলিম (৩৬), রাজু (৩০), মোখলেস রহমান মিলন (৪৫), সাফায়েত হোসেন (৩৭), ইফতেখারুল ইসলাম

(২৯), শফিকুল আজম (৩৭), জহুরুল ইসলাম বেনজির আহমেদ স্বপন (৪৫), নাসির উদ্দিন (৪৫), ওবায়দুর রহমান বেল্টু (৩৩), সাইফুর রহমান (৪৪), ইকতার (৪৫), দেলোয়ার হোসেন ঝন্টু (৪৩), আমিনুল ইসলাম
(৫৭) ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগে অত্র থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইকবাল হোসেন বাদি হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামীদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাশকতা সংশ্লিষ্ট মামলায় গতকাল শনিবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। এখন পর্যন্ত এই মামলায় ৩৩ জনের মত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুর ইসলাম।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে নাশকতা মামলা রয়েছে। রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।